যুগান্তর

তারিখ : 26 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ কোটি টাকা লোপাট

বিদায়ী ভিসির ব্যাংক হিসাবে ৫ কোটি টাকা

মুসতাক আহমদ

অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বজনপ্রীতিতে নাকাল দেশের দক্ষিণের জেলা পটুয়াখালীর একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি। 'পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' (পবিপ্রবি) নামে ওই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'নানা-নাতির' তত্ত্বাবধানে বিগত চার বছরে সরকারি অর্থের ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। একই সঙ্গে সেখানে লাগামহীনভাবে নিয়োগ বাণিজ্যও হয়। অভিযোগ, এই দু'ক্ষেত্র থেকে ওই সিন্ডিকেট অন্তত ৩০ কোটি টাকা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ইতিমধ্যে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। জানা গেছে, আলোচিত ওই 'নানা' হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত হোসেন। আর তারই আপন ভায়ের ছেলে (নাতি) ছিলেন এর সহযোগী। মনিরুজ্জামান খান নামে ওই নাতিকে তিনি নিজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে নিয়ে এসে পবিপ্রবিতে হিসাব শাখায় নিয়োগ দেন। নানা-নাতি মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালনা করতেন। তাদের সহযোগী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম নওয়াব আলীকেও ভুক্তভোগীরা চিহ্নিত করে থাকেন। এ ছাড়া আরও কয়েকজন শিক্ষকের সমন্বয়ে তিনি একটি লোপাট : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম

লোপাট : পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিন্ডিকেট গড়ে তুলে নির্বিঘ্নে চালানো হয় অর্থ আত্মসাতের কাজ। সূত্র জানায়, যাওয়ার প্রাক্কালে বাণিজ্যের যোগ্য ওই নাতিকেও তিনি শর্ত লঙ্ঘন করে প্রমোশন দিয়ে গেছেন। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিজের ভুয়া ডিগ্রি পাস এক ভগ্নেসহ বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ লুটপাটের একটি চিত্র সম্প্রতি সরকারি এক অডিট আপত্তি থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদফতরের সাম্প্রতিক এক 'অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট' (এআইআর) থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ তহবিলের অন্তত সোয়া ১১ কোটি টাকার হিসাব ঠিকমতো দিতে পারেননি ভিসি। যা নানাভাবে লোপাট হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র আরও জানায়, বিগত কয়েক মাসে ভিসির পটুয়াখালী রূপালী ব্যাংকের নিজের হিসাবে ৪-৫কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। ওই অর্থের উৎস নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। আর নিয়োগ বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজের বিদায়ের তিনদিন আগে থেকে ভিসির মোট ১৬৭ জনকে গণনিয়োগ দেয়ার ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়। জানা যায়, শেষ তিনদিনে ভিসি যাদের নিয়োগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১৫৩ জনের নিয়োগই অবৈধ। অভিযোগ রয়েছে, নয়া নিয়োগপ্রাপ্ত অনেকের ফাইল ভিসি ফেরার পথে লন্ডে এমনকি ঢাকায় বসে 'ব্যাকডেটে' (পেছনের তারিখ) স্বাক্ষর করেন। আরও অভিযোগ, নিয়োগ আর পদোন্নতির কোন ক্ষেত্রেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। ভিসির বিদায়কালে এভাবে নিয়োগ আর পদোন্নতির পেছনে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তুলছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, নিয়োগের ক্ষেত্রে অফিসার পদে প্রতিটির জন্য গুণে চার থেকে পাঁচ লাখ এবং কর্মচারী পদে দুই থেকে তিন লাখ টাকা করে নেয়া হয়। এ ঘটনাকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া গণনিয়োগের ঘটনাকেও হার মানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানিয়েছে, ভিসি সাখাওয়াত হোসেন যেসব নিয়োগ দিয়েছেন তার প্রায় সবই অবৈধ। এর মধ্যে ২০৬ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার ক্ষেত্রে সরকারি কোন অনুমোদন নেই। বাড়তি এইসব জনবলের বেতন-ভাতা দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রিজার্ভ ফান্ড থেকে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ এখন শূন্য। এদিকে এইসব গণনিয়োগ আর দুর্নীতির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার তদন্ত ও বিচার চেয়ে ইতিমধ্যে বরিশাল শহরে বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছেন। এর বাইরে পটুয়াখালীতে একটি মামলাও হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে গত দু'দিন বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে রেজিস্ট্রার নওয়াব আলী টেলিফোনে জানান, ভিসি একটি নিয়োগও অবৈধভাবে দেননি। বিজ্ঞাপিত পদের বেশি হলেও সমস্যা নেই। কেননা যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রামের মধ্যেই রয়েছে। বাড়তি পদে কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, প্রমোশনগুলোও রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে হয়েছে। নাতি হলেই যে প্রমোশন পাবে না তা তো হয় না। আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি বলেন, অডিট আপত্তি হতেই পারে। সরকারি অডিট দল যে আপত্তি দিয়েছে, তা সাধারণ ঘটনা। পরে তারা আবার পরিদর্শনে এলে আপত্তি নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সময় কম থাকার কারণে অডিট দল যেমন সব কাগজপত্র দেখতে পারেনি, তারাও দেখাতে পারেননি।

নিয়োগ বাণিজ্য : গত ২০ ডিসেম্বর অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেনের 'ডিসিপিডি'র শেষ কর্মদিবস ছিল। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮ দিন আগে গত ২ ডিসেম্বর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে একজন নিয়োগের কথা বাবলেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দু'জনকে। সেকশন অফিসার পদে ছয়জনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে চারজনকে অস্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হিসাবরক্ষক পদে একজনের কথা বলে দু'জনকে, উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল পদে একজনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দু'জনকে, সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে একজনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দু'জনকে, সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের জন্য একজনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চারজনকে এবং সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের (বাজেট) জন্য একজনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর বাইরে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে একজন এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে একজন নিয়োগ দেয়া হয়। সব মিলিয়ে ১৪ জনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

এ ছাড়া ৮৬ জন নিয়োগ পেয়েছেন এসএসএসএস, মৌসুমি ও খণ্ডকালীন হিসেবে; যাদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ করা হয়নি। রেজিস্ট্রার ভবন সূত্র জানায়, ৩৩ এবং ৮৬ জনের বাইরে আরও বেশকিছু জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। সব মিলিয়ে এ সংখ্যা ১৬৭ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানায়, মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষ তিনদিনে ভিসির অভ্যাসে ১৬৭ জনের মধ্যে ১৫৩ জনকেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা পদের বাইরে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তা অবৈধও বটে। জানা গেছে, ভিসি তার মেয়াদকালে এর আগে আরও ৪২৭ জনকে নিয়োগ ও পর্যায়োন্নয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চার বছরে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকও নিয়োগ দিয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষ করে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়াকে নিয়ে নানা রসাত্মক গল্প রয়েছে ক্যাম্পাসে; যা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়াল ছাপিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি পর্যন্ত পৌঁছেছে। সূত্র আরও জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি অধ্যাপক সাখাওয়াত আমলে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেছিলেন। ওই সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসি রবিউল হক টিটু, অধ্যাপক সাখাওয়াতের পিএস আব্দুল্লাহ আল বিয়া মুন্না, গোপাল সাহা, জুয়েল হাওলাদার, আহমেদ শারওয়ার প্রমুখ। এদের মধ্যে শেষ চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চাকরি দিয়ে কেউ আগে আবার কেউ পরে বিয়ে করেন। ওইসব বিয়ের ঘটকালিও করেন ভিসি। তাদের স্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে আসমাউল যোসনা, অভিরাম চৌধুরী, সুমী এবং আয়েশা সিদ্দিকা। অভিযোগ রয়েছে আর ভারপ্রাপ্ত ভিসি বিদায়ী ভিসিকে রক্ষার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। বিদায়ী ভিসির অনিয়মের ব্যাপারে জানতে গেলে ভারপ্রাপ্ত ভিসি একজন সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এ ঘটনায় মঙ্গলবার পটুয়াখালীতে তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র আরও জানায়, গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর দিন-রাত কাজ করে ভিসি এর বাইরে বেশকিছু প্রমোশনও দিয়েছেন। এর মধ্যে আলোচিত নাতি মনিরুজ্জামানও রয়েছেন। এ প্রমোশনও অবৈধ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নাতিকে ভিসি তিন বছর এক মাস আগে নিয়োগ ও হিসাব কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেন। আবার যাওয়ার আগে প্রমোশন নেয়ার লক্ষ্যে 'প্রমোশন বিধিমালা' পর্যন্ত সংশোধন করেন ভিসি। এ লক্ষ্যে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাকে কমিয়ে ৩ বছর করা হয় এবং মেয়াদের শেষ হওয়ার আগে মনিরুজ্জামানকে পর্যায়োন্নয়ন দিয়ে সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা) হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার অবশ্য বলেন, পদোন্নতিটি নিয়ম মাফিকই হয়েছে। কেননা প্রমোশন বিধান পরিবর্তন করেছে রিজেন্ট বোর্ড। ওই বোর্ডে কেবল ভিসি একা সদস্য নন।

আর্থিক অনিয়ম : অডিট আপত্তি : জানা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যাপারে সম্প্রতি সরকারি অডিট (নিরীক্ষা) হয়। ওই হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদফতরের করা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ তহবিলের অন্তত সোয়া ১১ কোটি টাকার হিসাব ঠিকমতো দিতে পারেনি পবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ এতে দেখা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ করা অন্তত ১১ কোটি ২৬ লাখ ১১ হাজার ৬৯৪ টাকার ব্যয়ে কোন স্বচ্ছতা নেই। আবার এর মধ্যে বিগত অর্থবছরেই আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা। আরও বলা হয়, সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তহবিলের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে এবং এতে সরকারের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ ফেরত দেয়ার সুপারিশও করা হয়েছে প্রতিবেদনে। ওই অডিট দলের এক সদস্য যুগান্তরকে জানান, মূলত 'নানা-নাতি' আর্থিক প্রশাসন পরিচালনা করায় এ দুরবস্থা তৈরি হয়।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বরাদ্দ করা অর্থের মধ্যে সোয়া ১১ কোটি টাকার ব্যয়ে কোন স্বচ্ছতা তো নেই-ই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের যেসব শাখা এই তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ নিয়েছে, তারা ব্যয়ের সঠিকও হিসাব করেনি। অনেক খরচের হিসাব সম্পন্ন করা হয়নি। আবার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি। পদে পদে শিথিলতার লঙ্ঘিত হয়েছে। বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের রেকর্ড দেখা যায়। এসব নিয়ে অডিট দল মোট ৪৬টি আপত্তি উত্থাপন করেছে যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

জানা গেছে, এরবাইরে ভিসির নিজস্ব অনেক আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসভবনে থাকা সত্ত্বেও সরকারি বড়ি ভাড়া নিয়েছেন। ঢাকায় নিজের ছেলে ও মেয়ের বিয়ে যাতায়াত করা সত্ত্বেও তা সরকারি ট্যুর হিসেবে দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এর বাইরে যতবার ঢাকায় গিয়েছেন ততবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে অর্থ নিয়েছেন। আর বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ঢাকা-পটুয়াখালীতে গমনাগমনে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ের সম্মতি না থাকলেও প্রতিবারই ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা করে খরচ দেখিয়েছেন। সরকার অননুমোদিত এক বিদেশ ভ্রমণে তার লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের অভিযোগও রয়েছে, যা অবৈধ। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়টির ফি বছর প্রায় ৫ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি থাকলেও তিনি বাবুবির একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অবৈধভাবে ৫০ হাজার এবং আরেকটি পেশাজীবী সংগঠনকে ১ লাখ টাকা অনুদান দেন। আর সবচেয়ে বড় অনিয়মের বিষয় হচ্ছে কর্মচারীদের কল্যাণ ফান্ডের টাকা নিজেই ফি বছর তুলে নিয়ে যেতেন।

অনিয়মগুলো : নানা অনিয়মের মধ্যে রয়েছে- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএমএ এবং সিএসই অনুষদের চারতলা ভবন (১ম ব্লক) নির্মাণকাজে ২০০৮সালের পিপিআর লঙ্ঘন করে অর্থ ব্যয়, ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারি বরাদ্দ ও নিজস্ব আয়ের চেয়েও অতিরিক্ত ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নেয়া, পেনশন তহবিলের ৮৭ লাখ টাকা ক্ষতি, অগ্রিম উত্তোলিত খাতে অডিটার ছাড়াই ৩০ লাখ টাকা ব্যয় ও তা নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় না করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি পুরনো ছাপাখানাসমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজে তিনটি প্রকল্প গ্রহণে অনিয়ম ও এখাতে ১৫ লাখ ২৭ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতি, ২০১১-১২ সালের আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যুর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে এক কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয় ইত্যাদি। এ ব্যাপারে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদফতরের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অফিসার মোঃ জহুরুল আলী সাংবাদিকদের জানান, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারি থাকলে এত অনিয়মের ঘটনা ঘটত না। চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পবিপ্রবিতে নিরীক্ষা হয়েছে। ২০১১-১২ সালের এআইআর অনুযায়ী ২৮টি অডিট আপত্তির বিপরীতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিষয়গুলো মীমাংসার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নওয়াব আলী অডিট আপত্তির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অডিট আপত্তি সাধারণ ঘটনা। এগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য পরবর্তীতে ত্রিপক্ষীয় সভা হয়। সেখানেই সব নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

তদন্ত কমিটি : এদিকে ভিসির এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা তদন্তে ইউজিসি তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। ইউজিসি সৃদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খানকে প্রধান করে গঠিত ওই কমিটির অপর দু'সদস্য হলেন অধ্যাপক আবুল হুসেন ও উপসচিব (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) জেরদৌস জামান তুহিন। সূত্র জানায়, কমিটি আগামী সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন তদন্তে যাবে।

সাবেক ভিসির বিচার দাবি : এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের মধ্য থেকেই ভিসি নিয়োগ, বিদায়ী ভিসির বিচারসহ কয়েক দফা দাবিতে গত ২১ ডিসেম্বর বরিশাল শহরে (সদর রোডের টাউন হলের সামনে) মানববন্ধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা। ওই কর্মসূচিতে বক্তব্য করেন উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, সহকারী অধ্যাপক সন্তোষ কুমার ঘোষ, মোঃ মেহেদি হাসান, সহকারী রেজিস্ট্রার আরিফ ভূঁইয়া, জুয়েল, সেকশন অফিসার লুৎফর রহমান, কর্মচারী পরিষদের সভাপতি রিয়াজ কাজল শহীদ, কর্মচারী ক্লাবের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা প্রমুখ।